মেহেরপুরে অচেতন অবস্থায় যুবক উদ্ধার

মেহেরপুরে অচেতন অবস্থায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামের মাঠ থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই কামরুজ্জামান জানান, ট্রিপল নাইন (৯৯৯) থেকে ফোনে পুলিশকে জানানো হলে আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছায় এবং অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, চেতনানাশক কোন ঔষধ তাকে খাওয়ানো হতে পারে।

মেপ্র/এমএফআর

মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। রবিবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি

কামারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমজাদ হোসেন,

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, জেলা নবীনলীগের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রাজিব, মোনাখালী ত্রান কমিটির সভাপতি সেলিম রেজা মিঠু প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ এক মাদক কারবারী আটক

মুজিবনগরে ৮১ বতল ফেনসিডিলসহ কামাল হোসেন(৩৫) নামের একজন মাদক কারবারীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান তিন রাস্তার মোড় থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত কামাল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল রাস্তা পাড়ার মহিদুল ইসলামের ছেলে।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, আসামী হুদা পাড়ার দিক থেকে আনন্দবাস হয়ে বাগোয়ান ক্রস করে মাদক চালান দেবে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মোমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই এসএম আলিফসং সংগীয় ফোর্স সেখানে অভিযান চালায়।

অভিযান চলাকালীন সময় বাগোয়ান মোড়ের কাছে তাদের দেখতে পৌছালে পুলিশের গাড়ির সিগনাল পাই। পরে তারা পালাতে যেয়ে মটরসাইকেল সহ পড়ে যায়। এমন অবস্থায় মটরসাইকেল চালক পালিয়ে যায় এবং তার পিছনে থাকা আসামি মাটিতে পড়ে থাকে।

পরে পুলিশ যেয়ে তাকে হাতেনাতে ফেনসিডিলসহ আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আনন্দবাস, বাগোয়ান এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন সময় আসামীর কাছ থেকে ৮১ বতল ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

তার নামে মুজিবনগর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দেওয়া হবে। এবং পালাতক আসামীকে আটক করার জন্য চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনাকে পাল্টাপাল্টি হামলায় আহত -২

গাংনী বাজারের আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী রাকিবুল ইসলাম
(২৬) ও গাংনী পৌর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তারিক (১৬) এর ওপর পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।
এ ঘটনায় হামলাকারী তারেক এবং হোটেল কর্মচারী রাকিবুল দুজনেই রক্তাক্ত জখম হয়েছেন।

রাকিবুল ইসলাম উপজেলার ভরাট গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ও তারিক গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হারেজ কসাইয়ের ছেলে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারখানায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী জাহিদ (২০) ও শান্ত
(২১) জানায়, ঘটনার সময় তন্ময় (২২) নামের এজজন কারখানার মধ্যে ঢুকে জাহিদ কোথায় জিজ্ঞাসা করে। রাকিবুল ইসলাম, জাহিদ কারখানায় নেই বলে জানালে তন্ময় ও তারিক তার উপরে চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তারিক রাকিবুলকে মাথায় রড দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে রাহিমুল ইসলামও কারখানায় থাকা দেশীয় অস্ত্র বটি দিয়ে তারিককে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। স্থানীয়রা আহত দু’জনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাহিবুলকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তারিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক রাশিদুল আমিন জানান, কর্মরত অবস্থায় আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে আমার কর্মচারীকে মারধর করেছে। রাহিবুল আত্মরক্ষার্থে তারেকের উপরে হামলা করেছে। তাছাড়া আমার কর্মচারীর যদি কোন অপরাধ করে থাকে সে বিষয়টি আমাকে না জানিয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অনধিকার প্রবেশ ও কর্মচারীকে মারধর এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, হামলার ঘটনার সংবাদ পেয়েছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বল কুড়ানো ছেলেটি আজ রেফারি!

মেহেরপুরের ইতিহাসে এই প্রথম কোন খেলোয়াড় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর রেফারি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হলেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে সোহেল রানা(২০)।

৩ ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট সোহেল। বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৮ সালে এসএসসি শেষ করে, বাগোয়ান আন-নুর টেকনিক্যাল কলেজ থেকে এইসএসসি’র শিক্ষার্থী সে।

একজন গ্রামের মানুষ হয়ে, গ্রামেই বসবাস করে কিভাবে তিনি রেফারি হতে পেরেছেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেরপুর প্রতিদিনের এক সাক্ষাৎকারে সোহেল রানা জানান, ছোট থেকে স্বপ্ন ছিলো ভালো একজন ফুটবলার হওয়ার, তাই খেলার এই নেশাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের বড় ভাইদের সাথে গিয়ে খেলা করতাম।

আমি ছোট থাকায় বড় ভায়েরা সে রকম গুরুত্ব দিত না। বল মাঠের বাইরে চলে গেলে বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসতে বলতো, আমি তাদের কথামত সেটাই করতাম। আস্তে আস্তে তারা আমাকে তাদের ক্লাবের সদস্য হিসাবে নিয়ে

নিলো।

তারপর থেকে তাদের সাথে আমিও খেলা করতাম। এভাবে খেলতে খেলতে একসময় স্কুলের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খেলতাম। ভেবেছিলাত হয়তো একদিন আমি বড় ধরনের খেলোয়াড় হব। সেই ভেবে একদিন হঠাৎ করে ছুটে গিয়েছিলাম ঢাকার ক্লাবে টাইল দিতে।

২০১৭ সালের দিকে ফকিরাপুল সূর্য যুব সংঘ ক্লাবে প্রথম টাইল দিয়েছিলাম কমলাপুর স্টেডিয়ামে। টাইলে সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস যেদিন থেকে ৩য় বিভাগের খেলা শুরু, সেই দিন থেকেই আমার (এস এস সি) পরিক্ষা। বাড়িতে ফিরে আসতে হলো। অনেকের সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ রাখতাম।

হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম প্রতিবছর বাফুফে থেকে রেফারির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তখন আমি ভেবে দেখলাম, আমার জেলায় তো তেমন কোন বাফুফে সনদ পাওয়া রেফারি নাই, আর আমার নিজ উপজেলা মুজিবনগরে একটাও রেফারি নাই, তখনিই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি রেফারির প্রশিক্ষণ নিবো।

তরপর থেকেই খেলোয়াড় হওয়ার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়ে যোগাযোগ করলাম বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে। সেখান থেকে জানতে পারি, ০৯/০২/২০২০ এ নিউ রেফারি কোর্স হবে ৬ দিনের। আমি অনলাইনে আবেদন করলাম। আমাকে বাছাই করেছিল অনলাইনের আবেদনে। এরপর ০৭/০২/২০২০ তারিখে আমি ঢাকায় যায়, এবং ৬ দিনের প্রশিক্ষণ নিই। এর মধ্যে বেশকিছু পরীক্ষাও দিতে হয় সেখানে। যেমনঃ ফিটনেস টেস্ট দিতে হয় ৪০০মিঃ ১০ পাক/ লেপ, লিখিত পরীক্ষা ১০০ নম্বরের। এভাবেই উত্তীর্ণ হই ৩য় শ্রেনির রেফারিতে।

রেফারিতে সুযোগ পাওয়ার পিছনে আমার মায়ের অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমার মা আমাকে সাহস যুগিয়েছে। সকল জায়গায় আমাকে সাথে করে নিয়ে গেছে। সব সময় ছাঁয়ার মত পাশে থেকেছে আমার মা। এছাড়া আমঝুপি গ্রামের গালর্স স্কুলের শিক্ষক লিটন ভাই ও আনন্দবাস গ্রামের মজিবার রহমান ঠান্ডু ভাই আমাকে অনেক সহযোগীতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রেফারিতে সুযোগ পাওয়ার পর তার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমি দেখেছি অনেকেই খেলা করে। কিন্তু কেউই ঠিক নিয়ম জানেনা। সকলেই মনগড়া নিয়ম তৈরি করে খেলা পরিচালনা করেন। ফিফার যে ঠিক নিয়ম আছে সেই ঠিক নিয়মটা আমি সকলের

মাঝে তুলে ধরতে চাই। এবং নিজ জেলায় ফুটবলের উন্নতি করা ও ফুটবলের ঠিক নিয়ম এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি করা।

বাগোয়ান গ্রামের হাসিবুল ইসলাম জানান, সোহেল আমাদের অনেক ছোট। আমরা যখন খেলা করতাম তখন সে আমাদের বল কুড়িয়ে এনে দিত। সে খেলার জন্য সব সময় আমাদের বলতো কিন্তু আমরা সে রকম তাকে গুরত্ব দিতাম না। মাঝে মাঝে খেলার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করলে আমরা এক সময় তাকে খেলায় অংশগ্রহন করতে দিই।

তারপর থেকে সে আমাদের সাথে খেলা করতো। কিন্তু সে যে একদিন এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবে আমরা কখনও কল্পনাও করতে পারি নি। বর্তমানে সে একজন বাফুফে’র সদস্য হওয়ায় আমরা বাগোয়ানবাসী তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছি। আমরা দোয়া করবো সে শুধু বাফুফের সদস্যই না। সে যেন ফিফার শেষ পর্যায় প্রর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

সোহেলের মা নূরজাহান খানম আনজিরা বলেন, আমার ছেলে যখন ছোট থেকে খেলাধুলা করতো আমি সব সময় তাকে সাহস দিয়ে এসেছি। যে কোন জায়গায় তার কাজ থাকলে আমি নিজে সাথে করে নিয়ে গিয়েছি। তার খেলার প্রয়োজনীও জিনিস আমার কাছে থেকে যা চেয়েছে আমি কোন কিছু তার অপূরণ রাখিনি। সব সময় তাকে সহযোগীতা করে এসেছি। আমার ইচ্ছে ছিলো সে একদিন বড় কিছু হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর আল্লাহর কাছে অশেষ মেহেরবানী তিনি আমার সেই চাওয়াটা পূরণ করেছেন।

ইউপি সদস্য কাজী কোমর উদ্দীন সেলিম জানান, সোহেল বাফুফের রেফারি হয়ে বাগোয়ান গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমরা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছি। সে যেন আগামীতে আরো বড় রেফারি হতে পারে এবং ঠিক নিয়মে খেলা পরিচালনা করে সেই প্রত্যাশা করি।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন জানান, সোহেল রানা বাফুফের রেফারি হিসাবে সুযোগ পেয়েছে এটা শুনে আমি খুবিই আনন্দিত হয়েছিলাম। সনদ হাতে পাওয়ার পর পরই সে আমার পরিষদে এসেছে। আমি তাকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমি চাইবো সে শুধু বাগোয়ান গ্রামের না পুরো মুজিবনগরের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মেহেরপুর জেলাতে এই প্রথম মুজিবনগর থেকে একজন বাফুফে রেফারিতে সুযোগ পাওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৯১ তম ব্যক্তির মধ্যে সে অন্যতম ব্যক্তি। সে যে তাদের সকলের ভিতর থেকে টিকে থাকতে পেরেছে এটা মুজিবনগর বাসীর জন্য একটি সুখবর।

আমাদের এখানকার যে ক্রিয়া সংস্কৃতি সেটা এগিয়ে নিয়ে আসার এটা আরেকটি অন্যতম দিক। আমাদের নিকটবর্তী যে সকল ফুটবলের আয়োজন করে থাকি সেই আয়োজন গুলোতে এরকম ব্যক্তিত্বদের যদি আমরা সংযুক্ত করতে পারি তাহলে মুজিবনগরের ফুটবল সংস্কৃতিটা আরো একটু এগিয়ে যাবে।

গাংনী প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শনিবার বিকালে গাংনী প্রেসক্লাব ভবনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীর সভাপতিত্বে আরটিভি প্রতিনিধি সাবেক সম্পাদক মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব আলম, সিনিয়র সদস্য ও জিটিভি ও ডেইলি অবজারভার এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম,

সিনিয়র সাংবাদিক নুরুল ইসলাম নুহু বাঙ্গালী, সাবেক সম্পাদক ও বিজয় টিভি, সময়ের আলো জেলা প্রতিনিধি তৌহিদউদ্দোলা রেজা, ৭১ টিভি ও যায়যায়দিন এর গাংনী প্রতিনিধি মজনুর রহমান আকাশ, দৈনিক মানবজমিন, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, দৈনিক লাখকন্ঠ, সারাবাংলা ও শিক্ষাবার্তার জেলা প্রতিনিধি এস এম রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর নিউজের তোফায়েল হোসেন, মেহেরপুরের চোখ এর সোহেল রানা বাবুসহ গাংনী প্রেসক্লাবের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও করোনা পরিস্থিতিতে সংবাদ সংগ্রহের সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং প্রেসক্লাবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় । প্রেসক্লাব ভালভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য সাধারণ সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ রেলমন্ত্রীর

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, দেশের একমাত্র চতুর্দেশিয় স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ এই পোর্টটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য স্থলবন্দরের চেয়ে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বন্দরের সাথে প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের যোগাযোগ হচ্ছে। তিনি বলেন বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। তিনদিকে সীমান্ত থাকায় বন্দরের যায়গা কম। তাই অবকাঠামোসহ অন্যান্য ব্যাপারে টেকসই চিন্তা করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মহা-পরিকল্পনা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী মহলসহ জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সকল উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে সরকার এখন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে কাজ করছে। সরকার দেশের এবং মানুষের অগ্রগতি ধরে রাখতে চায়।
শনিবার দুপুরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে এক মত-বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের শিলিগুড়ি দিয়ে অন্যান্য দেশে রেল যোগাযোগ স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে।

পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের প্রকল্প অচিরেই চূড়ান্ত হবে। আশাকরি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ হলে এই স্থলবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের রাজস্ব আয়ও বেড়ে যাবে। তাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে অন্যান্য দেশের সাথে রেল যোগাযোগ

স্থাপন করতে চাই।

জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত-বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান ডাবলু, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা, সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনের সভাপতি রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরের মিরা জটিল কিডনি রোগে ভুগছেন ৯ বছর, বাঁচাতে প্রয়োজন অর্থ

গুলশান আরা মিরা। বয়স ৩৭। অর্থনীতিতে অনার্স পড়ার সময় আইডিবি-আইটি কোর্স শেষে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তিন্তু ‘কপালের লিখন না যায় খণ্ডন’ এ প্রবাদটি তার জীবনে মরণগ্রাস হয়ে বাসা বেঁধেছে। ৯ বছর ধরে শরীরের দুটি কিডনি অকেজো হয়ে পড়েছে। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালসিস করে বেঁচে রয়েছেন এক সময়ের মেধাবী এই শিক্ষার্থী।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত রেজাউল হক ও আওলিয়া হক দম্পতির পাঁচ সন্তানের সবচেয়ে ছোট সন্তান মিরা।

২০০৬ সালে প্রাথমিক ভাবে কিডনিতে সমস্যা দেখা দিলে মিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পর থেকে মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এ কারণে তাঁর অনার্স শেষ করতেও সময় লাগে। পরে মনের জোরে ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্সও শেষ করেন তিনি। মাস্টার্স শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু দিন চাকরি করেন। এরই মধ্যে খুলনার ফুলতলা এলাকার নাসির উদ্দিন সুমন নামের এক জনের সাথে

সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ২০০৯ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

২০১৩ সালে তিনি ক্রোনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত হলে তখন থেকে শুরু হয় ডায়ালসিস। কিডনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডা. হারুন অর রশিদের তত্ত্বাবধানে সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালসিস করে জীবনযুদ্ধে টিকে আছেন মিরা। এর পর ২০১৭ সালে স্বামী নাসির উদ্দিন সুমনও তাকে ছেড়ে চলে যান এবং অন্যত্র বিয়ে করে সংসার বেঁধেছেন।

গুলশান আরা মিরার এখন একমাত্র অবলম্বন তার মা। চিকিৎসার জন্য ঢাকার মিরপুরের একটি বাসায় সাবলেট নিয়ে বসবাস করছেন মা ও মেয়ে। প্রতিমাসে ডায়ালসিস, টেস্ট ও ওষুধ কিনতে লাগে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। সঙ্গে আছে বাড়ি ভাড়া ও খাওয়া খরচ। সবমিলিয়ে অর্থনৈতিক দৈনতা তার জীবনযুদ্ধে যোগ হয়ে মানবেতর জীবন পার করছেন মিরা।

মিরা জানান, সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালসিস করা প্রয়োজন। যখন তার স্বামী ছিলেন, তখন তিন দিনই করতেন। প্রতি ডায়ালসিসের প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ হয়। স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে দুইটা করে ডায়ালসিস নিচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে আবেদন করে খরচ একটু কমাতে পেরেছি। স্বামী চলে যাওয়ার পর থেকে ভাইরা তার চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

তিনি আরো জানান, ৯ বছরের পুরাতন রোগ হয়ে যাওয়া কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করাও আর সম্ভব না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। যতদিন বাঁচবো ডায়ালসিস করেই বাঁচতে হবে। তবে স্বামী ছেড়ে যাওয়াতেও তার কোন অভিযোগ নেই।
আবেগ আপ্লুত মিরা জানান, যখন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এর করার কথা ভাবলাম। তখন একমাত্র দাতা হিসেবে আমার মা ছিলেন। কিন্তু মায়ের টেস্ট করার পর জানতে পারি তারও একটি কিডনি ছোট। চিকিৎসক জানান, মায়ের কিডনি নিলে হয়তো আপনি বাঁচবেন কিন্তু মা নাও বাঁচতে পারেন। যে কারণে মায়ের কিডনি নিতে পারিনি।

এলাকাবাসী, শুভাকাঙ্খী ও দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ডায়ালসিস আর ওষুধ খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে । কিন্তু এই মুহুর্তে আমার সব অবলম্বন শেষ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে চিকিৎসা চালিয়ে সম্ভব না।

মিরার মা আওলিয়া হক জানান, আমি ছাড়া মেয়েকে আর কে দেখবে? আমার ছেলেরা যতটুকু পারছে তাকে সাহায্য করছে। তাদেরও সংসার রয়েছে। আজ শনিবার এক আত্মিয় এক হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, সেটা নিয়ে ওষুধ

কিনবো। মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে টাকা দরকার। কেউ যদি সাহায্যও হাত বাড়িয়ে দিত তাহলে মেয়েটির চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারতাম।

মিরার সাথে যোগাযোগ বা সাহায্য করতে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল-০১৭১১-৪৫৮৯৬১

গাংনীতে প্রতিবন্ধীর ভাতায় ভাগ নিলেন উজ্জ্বল!

গাংনীর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামের স্থানীয় মাস্তান উজ্জল হোসেন নামক এক যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধীর ভাতার টাকায় ভাগ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

কথিত মাস্তান উজ্জ্বল উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের ইদু সেখের ছেলে । উজ্জল হোসেন নিজেকে একজন রাজনৈতিক নেতা পরিচয় দিয়ে গ্রামের অসহায় দুস্থ বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রভাব বিস্তার করে কার্ডপ্রতি ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার জানিয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের মেম্বর না হয়েও নিজেকে বড় মাপের নেতা পরিচয় দিয়ে উজ্জল হোসেন করমদি পশ্চিমপাড়া গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী রফাত আলীর মেয়ে বাক প্রতিবন্ধী মিম্মা খাতুন, আশরাফুলের ছেলে ইউসুফ পাগলা এনামুলের ছেলে প্রতিবন্ধী হাবু’ র প্রতিবন্ধী কার্ড করে দেবার নামে বিভিন্ন সময় তাদের চাপ দিয়ে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করেছে।

সম্প্রতি (গত ২৬ আগষ্ট,২০২০) তারিখে জনতা ব্যাংক বামন্দী শাখা থেকে বকেয়া জনপ্রতি ৯ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী ভাতা উত্তোলন করে। ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে আসলেই সুযোগ সন্ধানী উজ্জল হোসেন তাদের নিকট থেকে টাকা গুনে দেয়ার নাম করে কেড়ে নিয়ে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা পকেটস্থ করে।

এসময় প্রতিবন্ধীরা প্রতিবাদ করলে তাদেরকে উজ্জল ভয়ভীতি দেখিয়ে

বলেন টাকা না দিলে কার্ড বাতিল করে দেয়া হবে। কার্ড বাতিলের ভয়ে অনেকেই সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করতে সাহস পাইনি। তবে গোপন সূত্রে জানা গেছে, এই চাঁদাবাজ উজ্জল হোসেন তার এলাকার সকল ভাতা ভোগীদের নিকট থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এসব বিষয়ের সত্যতা জানতে সরেজমিনে গেলে প্রতিবন্ধী মিম্মা খাতুনের মা রেহেনা খাতুন ও বাবা প্রতিবন্ধী রফাত সেখ জানান, গত বুধবার ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি আসার সময় উজ্জল আমার মেয়ের হাত থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে ৩ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। এমনিভাবে অনেকের নিকট থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। একই কথা জানালেন প্রতিবন্ধী ইউসুফের মা সালেহা খাতুন।

এবিযয়ে অভিযুক্ত উজ্জল হোসেনের সাথে কথা বলা হলে প্রথমত তিনি টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে তিনি বরেণ, আমি কি মেম্বর না চেয়ারম্যান যে, প্রতিবন্ধী কার্ড করে দিয়েছি।

আমি ওদের কাউকে চিনিনা ও জানিনা, পরে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকরা পত্রিকায় লেখালেখি করবে এমন কথায় উজ্জল হোসেন নিজেকে নিদোর্ষ প্রমান করতে প্রতিবন্ধী মিম্মার মায়ের হাতে গোপনে ৮ হাজার টাকা ফেরত দেয়।

তবে এলাকাবাসীর দাবি , শুধু একজনের টাকা ফেরত দিলে হবে না। সকলের টাকা ফেরত দিতে হবে। নইলে পুলিশ প্রশাসনের কাছে তাদের আবেদন, এই ধান্দাবাজ উজ্জলকে অবিলম্বে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য স্থানীয়দের।

এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়াম্যান জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে আলাপ কালে তিনি জানান, আমি বিষয়টি শুনেছি।গতকাল উজ্জল হোসেন, তার বাবা ও মা আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রাথনা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সে সমুদয় টাকা ফেরত ও দেবে।

নইলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যব্স্থা নিতে উপজেলা নিবার্হী অফিসারকে অবহিত করবো।

এ ব্যাপারে উপজেলা নিবার্হীঅফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, যারা এই সব ব্যাপারে অভিযুক্ত। তাদের নাম সনাক্ত করে সংবাদ প্রকাশিত হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা দেয়া হবে।

গাংনীতে ব্র্যাক পল্লী সমাজের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্র্যাক পল্লী সমাজের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি মূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার সময় সাহারবাটি কলোনি পাড়ায় ৩০ নম্বর পল্লী সমাজের শিক্ষার্থীদের মাঝে খেলাধুলা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধিতে এ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপ্রধান মাকসুদা খাতুনের সভাপতিত্বে ব্র্যাক প্রতিনিধি এফও (সিইপি) বাবলু কুমার শীল উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন। এ সময় শিক্ষিকা কনিকা খাতুনসহ শিক্ষার্থীরা ও স্থানীয় অভিভাবক বৃন্দর উপস্থিত ছিলেন।